গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সড়ক বিভাগ
জিএফডিপি শাখা।

মেঘনা ও গোমতী সেতুদ্বয়ের ৩য় ও শেষ পর্যায়ের স্থায়ী মেরামত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরনী

সভাপতি ঃ ওবায়দুল কাদের
মাননীয় মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
তারিখ ঃ ১০/৩/২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
সময় ঃ সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান ঃ সেমিনার কক্ষ, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউশন
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি সভার প্রারম্ভেই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থায়ী মেরামত কাজে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। সভাপতির অনুরোধে মেঘনা ও গোমতী সেতু পুর্নবাসন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ের মেরামত কাজের উপর পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, ৩য় ও শেষ পর্যায়ে ৬৮টি হিঞ্জবিয়ারিং এবং ১০টি এক্সপানশন জয়েন্ট প্রতিস্থাপন করা হবে। সভাপতি বলেন যে, সেতুদ্বয়ে নির্ধারিত মেরামত কাজ সম্পন্ন হলে আগামী ৯-১০ বছর রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমেই সেতু ২টি ব্যবহার করা যাবে। সভাপতি আরও বলেন যে, মেঘনা - গোমতী ও কাঁচপুর সেতুসমূহের সমান্তরালে আরও ৩টি চারলেন বিশিষ্ট আধুনিক সেতু নির্মাণের জন্য জাইকার সাথে সরকারের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তিনি বলেন ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চারলেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজের অগ্রগতিও সন্তোষজনক। এ কাজগুলো সমাপ্ত হলে বাংলাদেশের পরিবহন জগতে বিরাট সাফল্য সূচিত হবে। তিনি সেতুদ্বয়ের চলমান মেরামত কাজ এবং সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন কাজে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। সাম্প্রতিক সহিংস ঘটনাবলীকে তিনি উন্নয়নের এবং দেশের ভাবমূর্তির জন্য বাধা হিসেবে উল্লেখ করেন এবং উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

২। সভাপতি উপস্থিত জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আসন্ন মেরামত কাজের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। এ পর্যায়ে উপস্থিত সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন এবং পরামর্শ তুলে ধরেন। বিস্তারিত আলোচনার প্রেক্ষিতে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

১) আগামী ১৫ মার্চ ২০১৩ তারিখ সকাল ০৮.০০ ঘটিকা থেকে ২১ মার্চ ২০১৩ তারিখ সকাল ০৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত ৩য় ও শেষ পর্বের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হবে।
২) আগামী ১৫ মার্চ সকাল ৮.০০ ঘটিকা থেকে ২১ মার্চ সকাল ৮.০০ ঘটিকা পর্যন্ত একটানা ১৪৪ ঘন্টা সেতুদ্বয় যান চলাচলের জন্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে।
৩) আগামী ১৫ মার্চ সকাল ৫.০০ ঘটিকা থেকে কাঁচপুর পয়েন্টে এবং সকাল ৫.০০ থেকে ময়নামতি পয়েন্টে যানবাহন বিকল্প পথে ডাইভার্ট করা হবে।
৪) বিকল্প সড়ক হিসেবে চট্টগ্রাম-ঢাকা রুটে ময়নামতি-সরাইল বিশ্বরোড-ভৈরব-নরসিংদী-কাঁচপুর-যাত্রাবাড়ী এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে যাত্রাবাড়ী-কাঁচপুর-নরসিংদী-ভৈবর-সরাইল বিশ্বরোড-ময়নামতি সড়ক ব্যবহৃত হবে।
৫) কাঁচপুর থেকে সোনারগাঁও এবং ময়নামতি থেকে দাউদকান্দি ওয়াইজংশন পর্যন্ত স্থানীয় যানবাহন চলাচল করবে। স্থানীয় শিল্প কারখানার মালামাল ও কর্মীগণ একই পথে চলাচল করতে পারবে।
৬) মেঘনা ঘাটে ফেরী ও গোমতী ঘাটে বড় নৌকা মজুদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সওজ অধিদপ্তরকে বলা হল।
৭) কাঁচপুর ও ময়নামতি পয়েন্টে ডাইভার্সনের জন্য বিশেষ কমিটি থাকবে, কমিটিতে-
-জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, র‍্যাব, বিআরটিএ, সওজ অধিদপ্তর এবং পরিবহন সেক্টরের মালিক শ্রমিক প্রতিনিধি থাকবে।
৮) সীতাকুন্ড, ময়নামতি, জগদীশপুর ও আউশকান্দি ওজন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহে অনুরুপ কমিটি থাকবে।
৯) বিকল্প সড়কের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সওজ অধিদপ্তর, জেলা পুলিশ ও হাইওয়ে পুলিশ এলাকা ভিত্তিক পর্যাপ্ত সংখ্যক টিম গঠন করবে।
১০) জারীকৃত যে কোন আদেশের কপি নিয়ন্ত্রণ কক্ষসমূহে প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা।
১১) সড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, বিআরটিএ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন সার্বক্ষনিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু রাখবে।
১২) সওজ অধিদপ্তর বিকল্প সড়কের ময়নামতি- সরাইল বিশ্বরোড অংশের মেরামত ও সংস্কার কাজ যথাসময়ে শেষ করা নিশ্চিত করবে।

১৩) বিদ্যমান মাটির সোল্ডারের বহন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত ইট ও ব্যাটস্ সোল্ডারে দেয়া এবং জরুরি পরিস্থিতির জন্য পর্যাপ্ত মেরামত সামগ্রী বিভিন্ন সুবিধাজনক পয়েন্টে মজুদ রাখার জন্য সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হল।

১৪) বিকল্প সড়কের সেতু ও ডাইভারশনসমূহের সংস্কার ও মেরামত করে যান চলাচলের সম্পূর্ণ উপযোগী রাখার জন্য EBBIP প্রকল্প কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হল।

বৃষ্টির জন্য পূর্ব প্রস্তুতি

১৫) বৃষ্টিজনিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য স্থানীয় সড়ক বিভাগসমূহকে বিকল্প সড়কের বিভিন্ন পয়েন্টে প্রয়োজনীয় মেরামত সামগ্রী মজুদ রাখা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১৬) বৃষ্টি হলেও মেরামত কাজ যাতে চালু রাখা যায় মেরামতকারী কর্তৃপক্ষ তার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

ওজন নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রসমূহের ব্যবস্থাপনা

১৭) সীতকুন্ড, ময়নামতি, জগদীশপুর ও আউশকান্দি কেন্দ্রসমূহ পরিচালনার জন্য প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য একটি করে স্থায়ী টিম থাকবে। এ টিমে-

-সওজ অধিদপ্তর (একজন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী টিমের প্রধান থাকবে)

-বিআরটিএ, জেলা পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ

- পরিবহন মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি থাকবে।

১৮) জেলা প্রশাসন ও বিআরটিএকে প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য পৃথক পৃথক টিমের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১৯) প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য দক্ষ জনবল, হ্যান্ড মাইক ও যন্ত্রপাতি মজুদ রাখার জন্য কেন্দ্রসমূহের অপারেটরকে অনুরোধ করা হল।

২০) কেন্দ্রসমূহে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগকে অনুরোধ করা হল।

২১) আউশকান্দি কেন্দ্রের পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য সেনাবাহিনীকে এবং জগদীশপুর কেন্দ্রে পরিচালনায় সহযোগিতা করার জন্য র‍্যাবকে অনুরোধ করা হল।

ভারীযান বাহন উৎস মুখে নিয়ন্ত্রণ

২২) সিলেট থেকে আগত কয়লা, কাঠ ও পাথরবাহী যানবাহনসমূহকে উৎসস্থলেই নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিলেটের জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, পাথর ও কয়লা ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহকে অনুরোধ করা হলো।

২৩) সিলেট এবং চট্টগ্রাম হতে আগত কাঠের ট্রাক উৎস স্থলেই বন্ধ করার জন্য প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হল।

২৪) চট্টগ্রাম বন্দর হতে আগত-

-লং ভেইক্যাল চলাচল বন্ধ রাখা

-কাভার্ডভ্যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা

-অতিরিক্ত মালবাহী যানবাহনের চলাচল নিয়ন্ত্রণ

-করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চট্টগ্রামের বন্দর কর্তৃপক্ষ, জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, মেট্রোপলিটন পুলিশ, এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ সহ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও শ্রমিক সংগঠনসমূহকে অনুরোধ করা হল।

অতিরিক্ত ট্রেন, স্টীমার ও বিমান সার্ভিস পরিচলনা করা

২৫) ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা ও সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে অতিরিক্ত যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেন পরিচালনা করার জন রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।

২৬) ঢাকা-চাঁদপুর-ঢাকা রুটে অতিরিক্ত স্টীমার সার্ভিস পরিচালনা করার জন্য নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।

২৭) ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-সিলেট রুটে অতিরিক্ত ফ্লাইট পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।

প্রচার

২৮) জনগণকে এতদ্সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে অবহিত করার জন্য জাতীয় এবং স্থানীয় পত্রিকাসমূহে একাধিকবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য বিআরটিএকে অনুরোধ করা হল।

২৯) মেরামত কাজের সময়সূচি ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।

৩০) মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রদানের মাধ্যমে বিষয়টি প্রচারের জন্য ডাক ও টেলিযোগ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।

৩১) স্থায়ী মেরামত কাজের সময়সূচি সম্পর্কে টিভি স্ক্রল প্রদানের জন্য সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে অনুরোধ করা হল।

বিকল্প সড়কের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

৩২) বিকল্প সড়কের মেরামত কাজ মনিটরিং এর জন্য সওজ অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় সংখ্যক টিম গঠন করবে। সড়কের বর্তমান অবস্থা, যানবাহনের চাপ এবং অন্যান্য বিষয়াদি বিবেচনা করে টিমসমূহকে নির্ধারিত চেইনেজ উল্লেখ করে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

৩৩) বিকল্প সড়কে ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, সিএনজিসহ অনুরূপ কোন ধরনের যানবাহন যাতে চলাচল করতে না পারে তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রের জন্য জেলা প্রশাসন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/কুমিল্লা, জেলা পুলিশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/কুমিল্লা, হাইওয়ে পুলিশ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট মালিক শ্রমিক সংগঠনসমূহকে অনুরোধ করা হল।

৩৪) বিকল্প সড়কের যথপোযুক্ত পয়েন্টসমূহে পর্যাপ্ত সংখ্যক রেকার, ক্রেন, বেইলী ও নির্মাণ সামগ্রী মজুদ রাখার জন্য সওজ অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হল। এ বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য জেলা পুলিশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/কুমিল্লা এবং হাইওয়ে পুলিশকে অনুরোধ করা হল।

৩৫) বিকল্প সড়কে কোন গোষ্টী/ব্যক্তি যাতে কোন প্রকার নাশকতামূলক কর্মকান্ড চালাতে না পারে তার জন্য সর্তকতামূলক ব্যবস্থা পূর্বেই গ্রহণ করার জন্য জেলা প্রশাসন, জেলা পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ ও র‍্যাবসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল।

৩৬) সড়ক বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ও বিআরটিএ এর কর্মকর্তা সমন্বয়ে মেরামতকালীন সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হবে।

৩৭) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর যাত্রী সাধারণ ও চালকগনের সুবিধার জন্য উপযুক্ত পয়েন্টসমূহে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ সাইনবোর্ড স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩৮) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন, সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে প্রয়োজনে জনবল ও ইকুভমেন্ট দিয়ে স্থানীয় সড়ক বিভাগকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ করা হল।

৩৯) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের বিদ্যমান আইবিগুলো ব্যবহারের জন্য যথারীতি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখতে হবে।

৩। সভাপতি বলেন ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কের মত একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়কের উল্লিখিত সেতুদ্বয়ের মেরামত কাজ সম্পাদন করা একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। সফলতার সাথে এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে এ কাজের সফল সমাপ্তির প্রত্যাশায় সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
১১/৩/২০১৩
(ওবায়দুল কাদের)
মন্ত্রী
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়